দৈনিক সংবাদ

NOV. 26 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা .. ৪ .. কলাম ... ৭ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আবাসিক হলগুলো ছাত্রদলকে ইজারা দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর সকল প্রশাসনিক কাজ এখন পরিচালনা করছে সরকার সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। সবক'টি হলে সিট বন্টন থেকে শুরু করে হলের গেট পর্যন্ত ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা দেখাশোনা করছে। সরকার 'জাতীয়তাবাদী' ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছুর ওপর ছাত্রদলের আধিপত্য এখন পূর্ণতা পেয়েছে।

আইনজীবীরা দুটো শব্দ ব্যবহার করেন 'ডে-ফ্যাক্টো' এবং 'ডে-জুরি'। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে 'কার্যত' এবং 'আইনত'। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো 'কার্যত' ছাত্রদলের দখলে চলে গেছে। এই দখলকে আইনসম্মত করা দরকার। তাতে সরকারের প্রধান দুটি সুবিধা হবে ঃ এক. ইজারা বাবদ সরকার অর্থ উপার্জন করতে পারে; এই টাকা ছাত্রদল পরিশোধ করবে ছাত্রছাত্রী, ঠিকাদার ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাড়তি চাঁদা আদায় করে। দুই. ছাত্রদল যদি হলগুলোর সবকিছু হাতে নিয়ে নেয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যয় থাকবে না। হলগুলোর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ছাত্রদল নিজেদের অথবা বহিরাগত বন্দুকধারীদের দ্বারা সবাইকে শায়েস্তা করে রাখতে পারবে, যেমন তারা এখন 'কার্যত' করছে।

টাকা-পয়সা দিয়ে হলগুলো ইজারা নিলে ছাত্রদলেরও সুবিধা হবে। বর্তমানে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, কখন প্রতিপক্ষ তাদের দখলদারিত্বের অবসান ঘটায়। সে ভয়ে তারা এখন 'অবৈধ' অস্ত্র দিয়ে দিনরাত হল পাহারা দিচ্ছে। তখন আইনসম্মতভাবেই পুলিশ তাদের 'প্রোটেকশন' দেবে। বর্তমানে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হল ক্যান্টিনগুলোতে ফাও খাচ্ছে। এসব ক্যান্টিনের ইজারা নিজেদের হাতে তুলে নিলে ফাও খাওয়াটা 'ডে-ফ্যাক্টো' থেকে 'ডে-জুরি' হয়ে যাবে।

আইন প্রণয়ন করে আবাসিক হলগুলো ছাত্রদলকে ইজারা দিলে হলগুলোতে একদলীয় নেতৃত্ব কায়েম হবে। অন্যদলের ছাত্ররা হলে থাকবে কি না সে সিদ্ধান্ত বর্তাবে দলের হাই কমান্ডের ওপর। তাদের বাড়তি ভাড়া (প্রোটেকশন মানি) দিতে হতে পারে। হলগুলোতে কোন অঘটন ঘটলে জবাবদিহি করবে ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ। এ ব্যাপারে একটা সমস্যা থাকবে, ইজারাটা ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দেয়া চলবে না। তাতে ছাত্রদল হল ইজারা ব্যাপারেও টেন্ডারবাজির অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়ম থাকবে, সরকার যাকে খুশি তাকে ইজারা দেবেন, যেমন করে তারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলর যাকে খুশি তাকে নিয়োগ করছেন।

বর্তমানে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে শক্ত অবস্থানে আছে। জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট বিজয়ী হওয়ার পরদিন (২রা অক্টোবর) তারা এক ধাক্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হল 'দখল' করে। তারপর গত ১৩ই অক্টোবর জহুরুল হক হল দখলের মধ্য দিয়ে ছাত্রদল সবক'টি হল তাদের দখলে নেয়। এখন তারা আবাসিক হলগুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনের বদলে নিজস্ব নিয়মনীতি মেনে চলছে। বিভিন্ন বিষয়ে সত্য মিথ্যা একাকার হয়ে গিয়েছে। ছাত্রদলের শীর্ষনেতা সংসদ সদস্য হওয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তারে সরকারী দলের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। অতএব আবাসিক হলগুলো ছাত্রদলকে ইজারা দিলে একটা নতুন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে।